কমিশনার বিলে রায় অগ্রাহ্য শীর্ষ কোর্টের

নিজস্ব সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ১২ ডিসেম্বর: লোকসভা নির্বাচনের আগে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার ও নির্বাচন কমিশনার নিয়োগের ক্ষমতা পুরোপুরি নিজের হাতে তুলে নিতে চায় মোদী সরকার। সুপ্রিম কোর্টের রায়কে কার্যত অগ্রাহ্য করে আজ রাজ্যসভায় নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ বিল পাশ হয়েছে। এর পরে লোকসভায় এই বিল পাশ হবে।

সুপ্রিম কোর্ট গত মার্চ মাসে রায় দিয়েছিল, যত দিন না কেন্দ্রীয় সরকার নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ নিয়ে নতুন আইন আনছে, তত দিন প্রধানমন্ত্রী, প্রধান বিচারপতি ও লোকসভার বিরোধী দলনেতাকে নিয়ে তৈরি কমিটি নিয়োগের কাজ করবে। কিন্তু মোদী সরকারের বিলে তিন সদস্যের নিয়োগ কমিটি থাকলেও তাতে প্রধান বিচারপতিকেই বাদ দেওয়া হয়েছে। বিল অনুযায়ী, নিয়োগ কমিটিতে প্রধানমন্ত্রী, তাঁর বাছাই করা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও লোকসভার বিরোধী দলনেতা থাকবেন।

আজ রাজ্যসভায় বিল পাশের সময়ে তৃণমূলের সুখেন্দুশেখর রায় বলেন, সুপ্রিম কোর্টের রায় সত্ত্বেও কেন প্রধান বিচারপতিকে বাদ দিয়ে কমিটি তৈরি হচ্ছে? সে ক্ষেত্রে তো তিন জনের মধ্যে দু'জনই সরকারের লোক। তা হলে কমিটি তৈরির অর্থ কী? আইনমন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘওয়াল এর জবাব না দেওয়ায় বিরোধীরা একসঙ্গে 'ওয়াক আউট' করেন।

কোনও গণতন্ত্রের প্রধান ভিত্তি নির্বাচন কমিশনের 'নিরপেক্ষতা, নির্ভীক মনোভাব, স্বাধীনতা ও সততা'। মোদী সরকার গণতন্ত্রের সেই ভিতেই বুলডোজ়ার চালাচ্ছে। নির্বাচন কমিশনের উপরে পুরোপুরি কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে নির্বাচন কমিশনারদের

এর পর পৃঃ ৬

সুপ্রিম কোর্টের রায়

- মুখ্য নির্বাচন কমিশনার, নির্বাচন কমিশনার নিয়োগে কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণ থাকা উচিত নয়। সংবিধান অনুযায়ী নির্ভীক, স্বাধীন, নিরপেক্ষ, সৎ নির্বাচন কমিশন প্রয়োজন। কেন্দ্রীয় সরকার এ বিষয়ে আইন তৈরির আগে পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী, প্রধান বিচারপতি ও লোকসভার বিরোধী দলনেতাকে তৈরি তিন সদস্যের কমিটি নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ করবে

মোদী সরকারের বিল

- নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ কমিটিতে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতিই বাদ। থাকবেন প্রধানমন্ত্রী, তাঁর মনোনীত একজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও লোকসভার বিরোধী দলনেতা। সার্চ কমিটিতে থাকবেন আইনমন্ত্রী ও কেন্দ্রের দুই সচিব

শীর্ষ কোর্টের

▶ পৃঃ ১-এর পর

'পকেটস্থ' করে রাখতে চাইছে।

রাজ্যসভায় কংগ্রেস সাংসদ রণদীপ সিংহ সুরজেওয়ালা বলেন, বাবাসাহেব অম্বেডকর থেকে শুরু করে সংবিধান পরিষদের সকলেই বলেছিলেন, নির্বাচন কমিশনার নিয়োগের উপরে কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণ থাকা উচিত নয়। সুপ্রিম কোর্ট সেই কথাই বলেছিল। সুপ্রিম কোর্ট এ-ও বলেছিল, প্রধান বিচারপতি নিয়োগ কমিটিতে থাকতে পারেন। কিন্তু মোদী সরকার অসৎ উদ্দেশ্যে সুপ্রিম কোর্টের সেই রায় খারিজ করে দিচ্ছে। সুরজেওয়ালার কথায়, ''এই সরকার স্বাধীন নির্বাচন কমিশন চায় না। তার ফল বিপজ্জনক হতে চলেছে।''

তৃণমূল সাংসদ জহর সরকার বলেন, ''রিগিংকে আইনি ব্যবস্থায় পরিণত হতে দেবেন না।'' পশ্চিমবঙ্গে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক হিসেবে ১৯৯৮ ও ১৯৯৯-এক লোকসভা নির্বাচন সামলানো জহর বলেছেন, যদি নিচুতলার অফিসাররা দেখেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার রাজনৈতিক পছন্দের ভিত্তিতে নিযুক্ত, তা হলে তাঁরা কী ভাবে নির্ভয়ে কাজ করবেন।

নিয়োগ কমিটির সামনে যাতে সরকারের অপছন্দের নাম না আসে, তারও ব্যবস্থা করা হয়েছে বলে দাবি করেন সুরজেওয়ালা। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার ও নির্বাচন কমিশনারদের সার্চ কমিটিতে কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী ও কেন্দ্রের দুই সচিব থাকবেন। ফলে অপছন্দের ব্যক্তির নাম এলেও তা সার্চ কমিটি বাদ দিয়ে দেবে।

আম আদমি পার্টির রাঘব চাড্ডার কথায়, ২০১২ সালে লালকৃষ্ণ আডবাণী তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহকে চিঠি লিখে বলেছিলেন, নির্বাচন কমিশনার নিয়োগের ক্ষমতা যেন কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে না থাকে। বিজেপি তার মার্গদর্শককেও অপমান করছে। এরপরে মোদী সরকার চাইলে বিজেপি মুখপাত্র সম্বিত পাত্রকেও নির্বাচন কমিশনার করে দিতে পারে।

এত দিন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার ও নির্বাচন কমিশনাররা সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের সমান মর্যাদা পেতেন। নতুন বিলে তা কমিয়ে ক্যাবিনেট সচিবের পদমর্যাদার সমান করে দেওয়া হয়েছিল। ক্যাবিনেট সচিবের নেতৃত্বে সার্চ কমিটি গঠনের প্রস্তাব ছিল। প্রশ্ন উঠেছিল, সে ক্ষেত্রে ক্যাবিনেট সচিবেরই বাছাই করা মুখ্য নির্বাচন কমিশনার ক্যাবিনেট সচিবকে বৈঠকে তলব করলে তিনি কি যাবেন? এই জটিলতা কাটাতে সরকার বিলে সংশোধনী এনে বলেছে, নির্বাচন কমিশনারদের পদমর্যাদা সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদেরই সমান রাখা হবে। সার্চ কমিটি হবে আইনমন্ত্রীর অধীনে।

বিজেপি সাংসদেরা অভিযোগ তুলেছেন, কংগ্রেস সরকারের আমলে ইউপিএ-র সভানেত্রীর ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিকে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছিল। জহর পাল্টা অভিযোগ তুলেছেন, এখন প্রধানমন্ত্রীর ডান হাতকে সিএজি হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে। আইনমন্ত্রী যুক্তি দিয়েছেন, ১৯৯১ সালের পুরনো আইনে প্রধানমন্ত্রীর সুপারিশে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন কমিশনারদের নিয়োগ করতেন। এ বার সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশেই সার্চ কমিটি ও নিয়োগ কমিটি তৈরি হচ্ছে।